

এ ধ

গত ১০ জানুয়ারি থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশব্যাপী ২০০১ সালের ডিম্রি পাস, সাবসিডিয়ারি এবং সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দেশের ছয়টি বিভাগের প্রায় ৯০০টি ডিম্রি ও অনার্স কলেজের ৩ লাখ ৩১ হাজার ৫৩ জন ছাত্রছাত্রীর উক্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যাটির দিকে তাকালে বুক ভরে যাওয়ার কথা এই ভেবে যে, বাংলাদেশে প্রতিবছর কয়েক লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই ডিম্রিটি অর্জনের মাধ্যমে দেশের যেকোনো নাগরিক একটি প্রথম শ্রেণীর চাকরি পাওয়া বা করার আশা করতে পারে। সাধারণ এই ডিম্রির বাইরেও দেশের বিপুল সংখ্যক সেধাবী ছাত্রছাত্রী বিশেষায়িত বিষয়ে অনার্স কিংবা সম মানের ডিম্রি অর্জনের জন্য দেশে বা বিদেশে পড়াশোনা করছে। সবকিছু মিলিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষার সংখ্যাটিকে নিয়ে যে কেউ ভাবতে বসলে তার আশাবাদী হওয়ারই কথা; বাংলাদেশের শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষা নিয়েও গর্ব করার মতো কথা। পৃথিবীর অনেক দেশের মোট জনসংখ্যাকেও আমরা প্রতিবছর উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি দ্বারা অতিক্রম করছি বলে ধারণা করার মতো পরিস্থিতিই বটে! কিন্তু এতো সুখ কি আমাদের কপালে আছে! সোজাসাদা উত্তর হচ্ছে— না।

আমাদের শিক্ষা নিয়ে গর্ব করার, ডিম্রি নিয়ে আশাবাদী হওয়ার খুব বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেখবো কিভাবে? স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া নেই। আছে শুধু কোচিং টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি, দলাদলি, দলবাজি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, মারামারি, অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ, পরীক্ষায় অবাধে নকলবাজি ইত্যাদি। এরই কিছু লক্ষণ বর্তমানে অনুষ্ঠিত ডিম্রি পরীক্ষায় প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। গত ১০ তারিখ থেকে যে ডিম্রি পরীক্ষাটি শুরু হয়েছে সেটিতেই ৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী নকল ধরা পড়ার কারণে বহিষ্কৃত হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে বোমাবাজি, ভাঙচুর, অবাধে নকল করার সুযোগ দিতে ছাত্রদল নেতাদের চাপ, শিক্ষক-ম্যাজিস্ট্রেট লালিত হওয়া ইত্যাদির খবরও প্রকাশিত হয়। বস্তাভর্তি নকল উদ্ধারের ছবিও ছাপা হয়েছে। এমনকি বাংলা পরীক্ষার দিনও এসব ঘটনা ঘটেছে। পত্রপত্রিকায় পরীক্ষার সামগ্রিক চিত্রের খুব সামান্যই প্রতিফলিত হয়। বাস্তবতা এর চেয়েও ভয়াবহ। খুব কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দিচ্ছে। এটিই বাস্তব সত্য। দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই কমবেশি নকল হচ্ছে। এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। যতোই ভিজিলেন্স টিম পাঠানো হোক, ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হোক এবং পুলিশ পাহারা বসানো হোক— নকল হচ্ছে। 'নামীদারি' প্রতিহায্যে অনেক সরকারি-বেসরকারি কলেজেও নকল হচ্ছে। খুব কমসংখ্যক কলেজই ভয়াবহ নকল থেকে মুক্ত থাকতে পারছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে কারো কাছেই নকল প্রবণতাটি এখন আর কোনো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। এমনকি অভিভাবকদের মধ্যেও এই মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেকোনো ভাবেই হোক পাবলিক পরীক্ষায় পাস করতে হবে, করাতে হবে এ ধরনের মানসিকতা সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছে। ছাত্র সংগঠনের 'নেতা' হিসেবে কেউ একবার 'নামদার' কুড়াতে পারলে পাবলিক পরীক্ষায় তার জন্য 'বিশেষ ব্যবস্থা' করা যেন কলেজ অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিম্রি পরীক্ষা গ্রহণকালে পরিদর্শক হিসেবে এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদেরও কয়েকবার হতে হয়েছে; অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে থেকে চলে আসতে

হয়েছিল। এ জাতীয় বিশ্ববি অংশগ্রহণের একবার মাত্র সহকর্মীদের পড়া বিভিন্ন দেশের আর পরীক্ষার অবস্থ পরীক্ষা বলে ওরুতের সঙ্গে যারা, দুর্নি নাগরিক হওয়া যদি নকলের পাসটিই যদি তাহলে দেশের দেশের শিক্ষ রাজনীতি ইত্য আমি নকলের আর কিছু ব আমাদের জ



প্রতিবছরই এ ন. পদবী- এ. বি বাংলাদেশী নৌবাহিনী হয়। কিন্তু নকলশ্রিত, থানা-বন্দর, জেলা-চট্টগ্রাম। উপায় নকল আর পি থানার মামলা নং-১ (৩) ৯১ নকলবিরোধী বৈধ দখল অধ্যাদেশ ১৯৭৯-এর ৩ নং জোর করে আসামী (১) রফুল আমিন, পিং- মৃত অপরাধ মনে কতলা, ডাকঘর-ময়ূরা, থানা-নাসরকোট, এখন নকলের এসএসসি, এই পি থানার মামলা নং-১ (৮) ৮৯ ধারা- ডিম্রি পরীক্ষা এবং সংক্রান্ত পলাতক আসামী (১) সাধন এটিকে আর বিবেচিত কোশে, সাং-ভালুকা, থানা- গৌরিপুর, জেলা- যাচ্ছে না। মিয়া, পিং-মৃত আঃ আজিজ, সাং-নতুন আমি যে বি জেলা-ময়মনসিংহ, (৩) মোঃ শাহজান, হচ্ছে কিভাবে সাং-এ থানা ও জেলা-এ (৪) অমল, এরকম নকলবা চলে যাচ্ছে। ১২-তাতুড়ী, থানা- গৌরিপুর, জেলা-এ আমাদের শিক্ষিত আলতাভ উদ্দীন, সাং-নতুন বাজার, ছাত্রছাত্রীদের লে পালন করছে না

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হবিগঞ্জ

স্মারক নং-এলজিইডি/নিপ্র/হবি/২০০২/৯২ তারিখ : ১৭/১

এলজিইডি সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-২৮/২০০১ (৩য় আহ্বান)

এতদ্বারা ২০০০-২০০১ ইং অর্থবৎসরে জাপানী অনুদানে হবিগ 'নবীগঞ্জ-এনাভগঞ্জ সড়ক হাইওয়ে গুমতমিয়া সড়কে করগাও ৬৫.০০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজের সাবস্ট্রাকচার নির্মাণ' কাজ বাস্তবায় আর্থী এলজিইডির তালিকাভুক্ত (শ্রেণী কমতা অনুযায়ী) ও নবায়নকৃত বৈধ ঠিকাদার এবং এলজিইডির আওতাধীন বি পূর্বযোগ্যতা সম্পন্ন (আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী) বৈধ ঠিকাদারগণের বাংলাদেশ ফরম নং-২৯১১তে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র যাইতেছে।

দরপত্র সিডিউল আগামী ০৩-০২-২০০২ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস সময়ে, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, প্রকল্প পরিচালক, জাপানী অনুদ স্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা। আঞ্চলিক প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট; জেলা প্রশাসক, হবি প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট/সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার এবং অত্র হ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর এবং নিম্নবাক্যকারীর দপ্তর হই মূল্য (অফারতথ্যোগ্য) জমা করা যাইবে। দরপত্র দলিলাদি আগ ২০০২ ইং তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত উপরে বর্ণিত দপ্তর দরপত্র বাস্তবে গ্রহণ করা হইবে এবং এ দিনই বেলা ২.৩০ ঘটিকার দরপত্রদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র প্রাক্কলিত মূল্যের ২.৫০% হারে ব্যয়নার টাকা নির্বাহী প্রকৌশলী হবিগঞ্জ-এর বরাবরে বাংলাদেশের যে কোন তফসীলভুক্ত ২ ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে বিজ্ঞপ্তি সংক্ষিপ্ত। এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিম্নবাক্যকারীর অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাইবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শায় যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষ ডিএফপি-১৪৯৩-২০/১/০২ (৬' x ২) নির্বাহী প্রঃ এলজিইডি এস-১৪৫/০২

৩৫।	জি, আর-১৫	ধারা- ১৪৩/ ধারা-পলাতক সাং-পূর্ব ধোং
৩৬।	জি, আর-২৭	১৪৭/ ১৪৮ আসামী (১) ঐ উভয় সাং
৩৭।	জি, আর-১	২০০০ ধারা পিতা-মফজা
৩৮।	জি, আর-৬৭	১৪৩/ ৪৪৮ আলিম, পিং (২) আবদুল (৩) ফিরোজ রশিদ আর কুতুবউদ্দীন তাহের, পি চন্দনাঈশ, এ

পি থানার মামলা নং-২ (৩) ৮৭-ধারা- হামজা মিয়া পিতা